দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 24 MAR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

088

শিক্ষাঙ্গন

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি প্রসঙ্গ ও কিছু কথা

গত ১৬ মার্চ শিক্ষাঙ্গন কলামে আহমেদ কামরুল আলম বুলবুলের "ক্যাডেট কলেজে ভর্তি প্রসঙ্গে" লেখাটির সব বক্তব্যের সাথে আমি একমত হতে পারছি না। আর তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি এ প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য রাখছি। ক্যাডেট কলেজ-প্রীতি ইদানীং খুব বেড়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই এর পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে। সবাই তো আর ক্যাডেট কলেজের বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানে সন্তানদের পাঠান না।

তাছাড়া অভিবাবকরা নিশ্চয়ই এত অবুঝ নন যে, তাঁরা বুঝতে পারবেন না তাঁদের মধ্যম বা সাধারণ মেধার সন্তানকে শুধুমাত্র ক্যাডেট কলেজে পড়ালেই তারা খুব ভালো রেজাল্ট করবে।

রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের স্কুলগুলো যখন নানা সন্ত্রাস বা হরতালের কারণে বছরের অর্ধেক সময়ই বন্ধ থাকে তখন সন্তানদের সু-শিক্ষার জন্য অধিকাংশ অভিভাবকই ক্যাডেট কলেজের শরণাপন্ন হন। স্কুল-কলেজ অথবা পাড়ার খারাপ সাথীদের সাথে মিশে পিতা-মাতার ভালো ছেলেটি যেখানে খারাপ হতে যাচ্ছে সেখানে অনেক অভিভাবকই তাঁদের ছেলেকে ক্যাডেট কলেজে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

ক্যাডেট কলেজে সন্তানদের ভর্তি করার আরেকটা কারণ হচ্ছে অর্থ। সব অভিভাবক তাঁদের সন্তানকে ইচ্ছে থাকলেও নামী-দামী স্কুলে পড়াতে পারেন না। কিন্তু ক্যাডেট কলেজে সব শ্রেণীর অভিভাবক তাঁদের সন্তানকে ভর্তি করাতে পারছেন। কেননা সেখানে পরিবারের আয়ের উপরই সন্তানের বেতন নির্ধারিত হয়।

স্বীকার করছি যে, ক্যাডেট কলেজে পড়ার সময় খুবই সীমিত। কিন্তু তার সাথে একথা ভুললে চলবে কেন, সেখানে পড়াশোনার বেশীরভাগ কাজই ক্লাসে শেষ হয়ে যায়। আর ফাঁকিবাজ ছেলেটির ফাঁকি দেবার অবকাশ কোথায়, যেখানে কিছুক্ষণ পর পরই সিনিয়র ক্যাডেট বা হাউস টিউটর এসে দেখে যাচ্ছেন ছেলেরা পড়ছে কি না।

৫/৬ জন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার মন-মানসিকতা আর ৩০০ জন ছেলের প্রতি ২৫-৩০ জন শিক্ষকের মন-মানসিকতা এক হতে পারে না ঠিকই কিন্তু কলেজের শিক্ষকরা ছেলেদের যতটুকু সময় দেন, অনেক পরিবারের একমাত্র সন্তানও পিতা-মাতার কাছ থেকে সে সময়টুকুও পায় না।

সবশেষে আশা করি আমার এই বক্তব্য থেকে ক্যাডেট কলেজ সম্পর্কিত কারো ভ্রান্ত ধারণা আংশিক হলেও হ্রাস পাবে।

—কাজী সালমা

আলী আহম্মদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা

ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার উপজেলার "আলী আহম্মদ" প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অনেক প্রাচীন ও সুপরিচিত। প্রতিবছরই এই স্কুল থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রাইমারী শিক্ষা লাভ করে অন্যত্র লেখা-পড়া করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৮৫ সনে বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ হলেও আজ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে তেমন কোন সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। বর্তমানে বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। মার্সিদিয়া, সিঙ্গাসাইর, বাগিচার টেক, মোহনপুর, বেলুতলী প্রভৃতি গ্রাম হতে এই বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়া-লেখা করে। বিদ্যালয়টিতে আড়াইশ' ছাত্র-ছাত্রীর আসন আছে। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় স্থান সংকুলান হয় না। এই অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের গাদাগাদি করে বসে ক্লাস করতে হয়। জায়গার অভাবে অনেক ছেলে-মেয়ে ক্লাস করতে পারে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-লেখায় যেমন অসুবিধা হয়, তেমনি শিক্ষকদেরও ক্লাস নিতে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

এছাড়া এই বিদ্যালয়টি চারদিক পাকা, উপরে টিনশেড হওয়ায় প্রতিবছরই ঝড়ে কিছু না কিছু ক্ষতি হয়। কিন্তু এ বছর ঝড়ে সম্পূর্ণ চাল উড়ে যায়। আজ পর্যন্ত মেরামত করা হয়নি। খোলা আকাশের নীচে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে হয়। তাছাড়া বিদ্যালয়টিতে খাবার পানি ও বিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে।

অতএব, এই এলাকার শিক্ষার সু পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অচিরে বিদ্যালয়টির এসব সমস্যার সমাধা করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—হাফেজ আলত